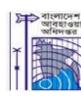


# জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৯ এপ্রিল, (বুধবার)

[সময়কাল: ২৯.০৪.২০২০-০৩.০৫.২০২০]



## ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisd@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

## মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/বোঝা হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

এক নজরে হাওর অঞ্চলের নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস:

- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে এবং বিপদসীমার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও ভারত আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও বরাক অববাহিকায় হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। ফলে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।

আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী পাঁচ দিনের জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ দেওয়া হলো।

বর্তমানে সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ, পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকতে হবে। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে হবে। কলা ও অন্যান্য উদ্যানভিত্তিক ফসল এবং সবজির জন্য খুঁটির ব্যবস্থা করুন। পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে পুকুরের চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন ভারী বৃষ্টিপাতের পানিতে মাছ ভেসে না যায়।

নীচের সকল পরামর্শ বা করণীয় বৃষ্টিপাতের পর সম্পন্ন করতে হবে।

### **বোরো ধান সংগ্রহের জন্য বিশেষ পরামর্শ:**

বর্তমানে হাওর অঞ্চলে অধিকাংশ বোরো ধান সংগ্রহ পর্যায়ে রয়েছে। বছরের এই সময়ে হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা ফসল সংগ্রহে প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী পাঁচ দিনে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কাজেই সতর্কতার সাথে বৃষ্টি না থাকলে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। সংগ্রহ করার পর দ্রুত ফসল নিরাপদ ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।

### **অন্যান্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:**

#### **বোরো ধান:**

বোরো ধানে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকায় আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টি না থাকলে অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

- জমির পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- বোরো চাষ পুরোধমে চলছে। কাজেই অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

#### সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি অথবা সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- টেঁড়শের লীফ হপার পোকাকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- টেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দল, লাউ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন সবজির আন্তঃপরিচর্যা করুন।
- টমেটোর পাতা কৌঁকড়ানো রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। ভাইরাস আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

#### উদ্যান ফসল:

- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলা ও পেঁপে গাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন। পরিপক্ক কলা ও পেঁপে সংগ্রহ করুন এবং ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম কপারঅক্সিক্লোরাইড মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- আমের ফল বারে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আমে ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

#### পাট:

- বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।

#### গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষার জন্য পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- টীকা প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরের মেঝে শুকনো রাখুন।
- গোয়ালঘরে যেন বৃষ্টির পানি ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

#### হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।

- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসমুরগী সরিয়ে ফেলুন।

**মৎস্য:**

- পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার বজায় রাখুন।
- ভালো মানের খাবার দিন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষার জন্য পুকুরে চুন প্রয়োগ করুন।

## দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (২৯ এপ্রিল ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৮ এপ্রিল ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৯ এপ্রিল ২০২০ এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা		
ঢাকা	ঢাকা	০৪	২৯.৮	২২.১	রাজশাহী	রাজশাহী	১৮	২৯.৭	২১.৬		
	টাঙ্গাইল	৮২	২৯.০	২০.৪		ঈশ্বরদী	০৬	২৯.৬	২১.৫		
	ফরিদপুর	১৬	৩০.৪	২২.৭		বগুড়া	০৮	২৪.৮	২১.০		
	মাদারীপুর	১২	৩০.২	২২.৮		বদলগাছী	১৮	২৭.০	২০.৮		
	গোপালগঞ্জ	০০	২৯.২	২৩.৩		তাড়াশ	০২	২৭.৭	২১.২		
	নিকলি	৭১	৩১.০	২০.৪							
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২৫	৩০.৬	২১.৪	রংপুর	রংপুর	সামান্য	২৬.২	২১.০		
	নেত্রকোনা	০৩	৩১.০	২১.০		দিনাজপুর	২০	২৫.০	২১.৩		
						সৈয়দপুর	০৩	২৫.৬	২০.৫		
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩২.২	২৩.৪	খুলনা	তেঁতুলিয়া	১৯	২৫.৩	২৮.৯		
	সন্দ্বীপ	২৪	৩১.২	২২.৪		ভিমলা	০৫	২৬.১	২০.০		
	সীতাকুন্ড	০২	৩২.১	২১.৫		রাজারহাট	সামান্য	২৭.০	২০.৪		
	রাঙ্গামাটি	২৭	৩২.০	২০.৬	বরিশাল	খুলনা	০১	২৯.০	২৩.৫		
	কুমিল্লা	০০	৩০.৮	২২.০		মংলা	সামান্য	২৯.৮	২৩.২		
	চাঁদপুর	১৯	৩১.১	২২.৮		সাতক্ষীরা	০২	৩০.০	২৩.০		
	মাইজদীকোর্ট	৩৪	২৯.৭	২২.০		যশোর	০১	২৯.৮	২৩.২		
	ফেনী	২০	৩১.০	২১.৩		চুয়াডাঙ্গা	১৩	৩০.৭	২০.৬		
	হাতিয়া	১৯	২৯.৫	২৩.০		কুমারখালী	১২	২৬.৫	২২.০		
	কক্সবাজার	০০	৩২.৩	২৪.০							
	কুতুবদিয়া	০১	৩১.৮	২৩.৪							
	টেকনাফ	XX	৩৩.৪	XX							
	সিলেট	সিলেট	সামান্য	৩১.৮		২২.০					
		শ্রীমঙ্গল	০৭	৩১.৬		২১.৩					

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ:-

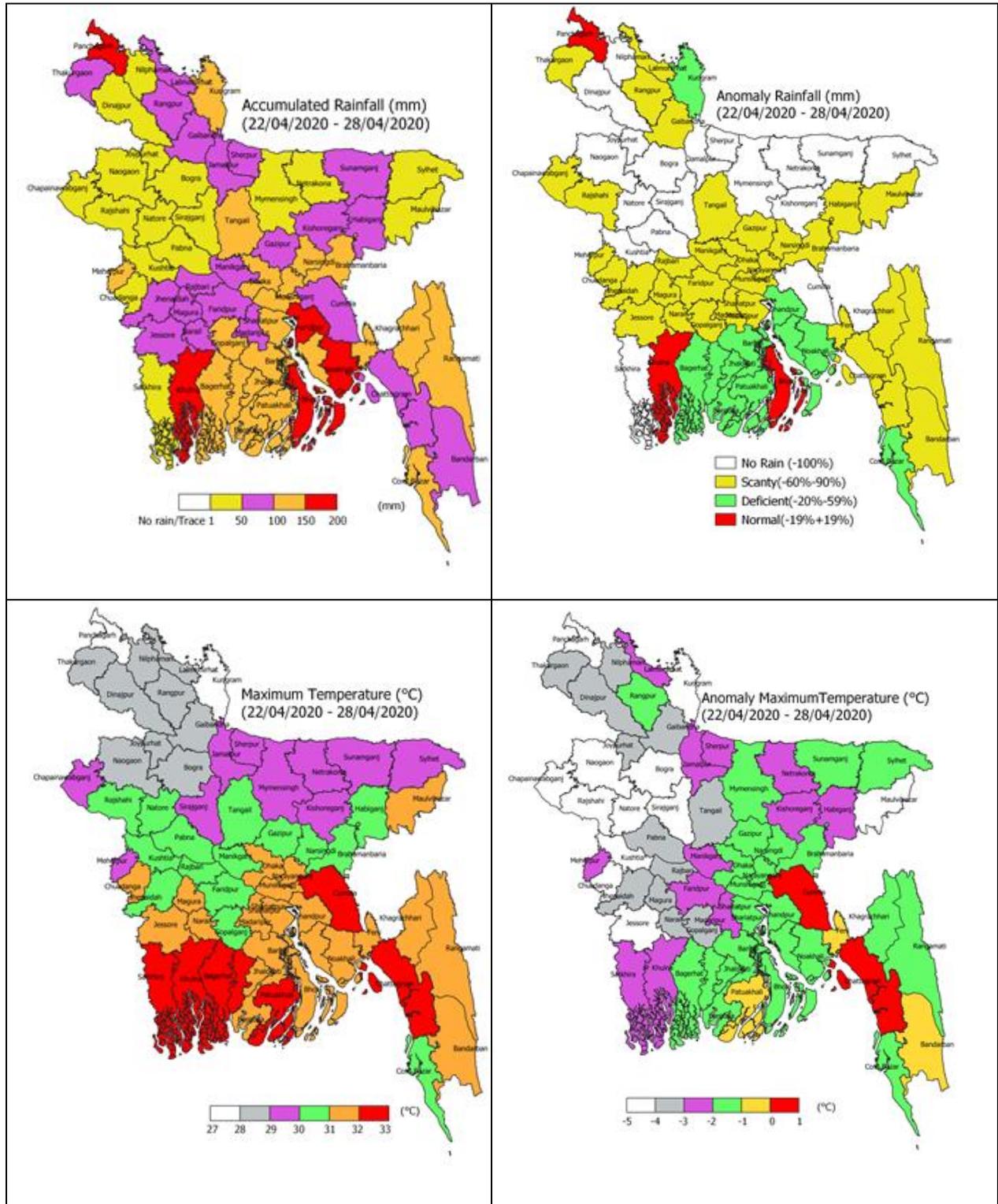
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.৩০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ ছিল ।

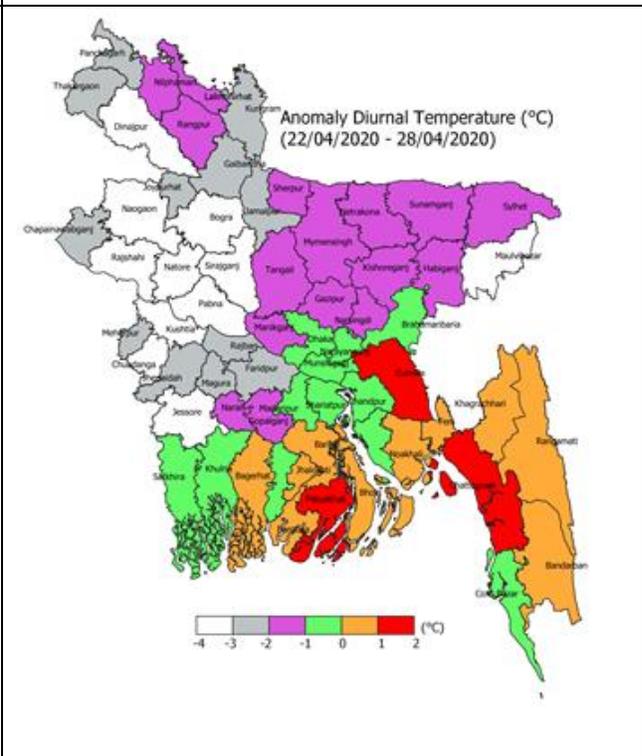
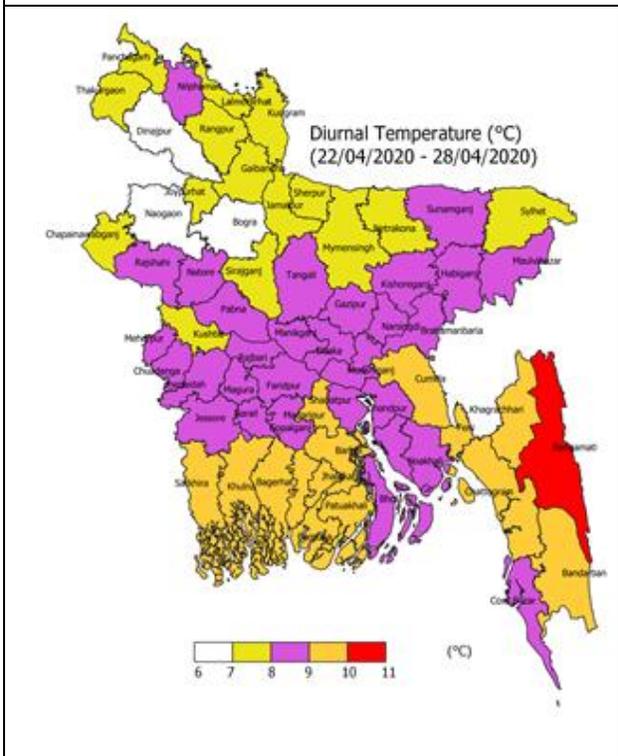
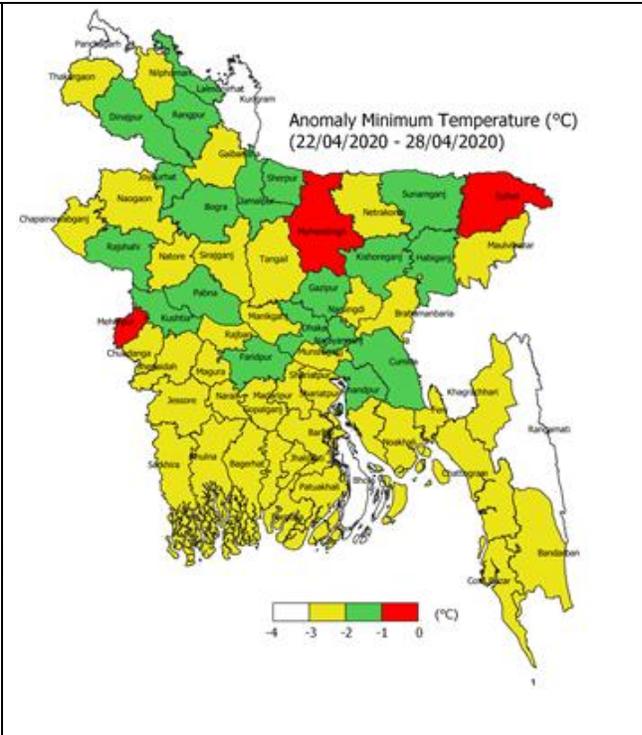
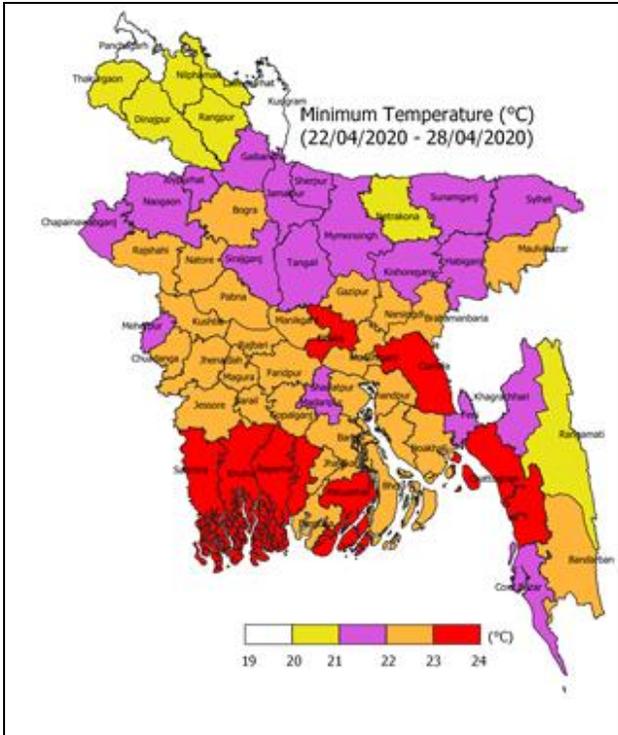
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

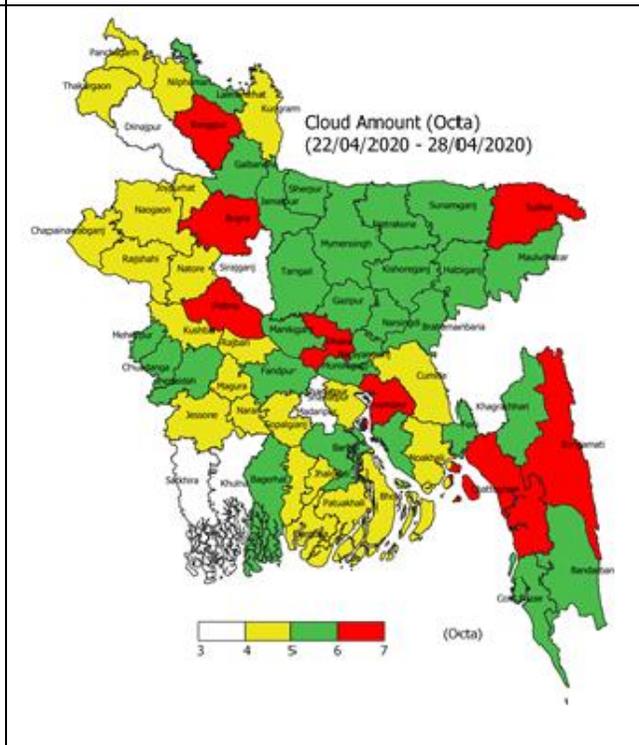
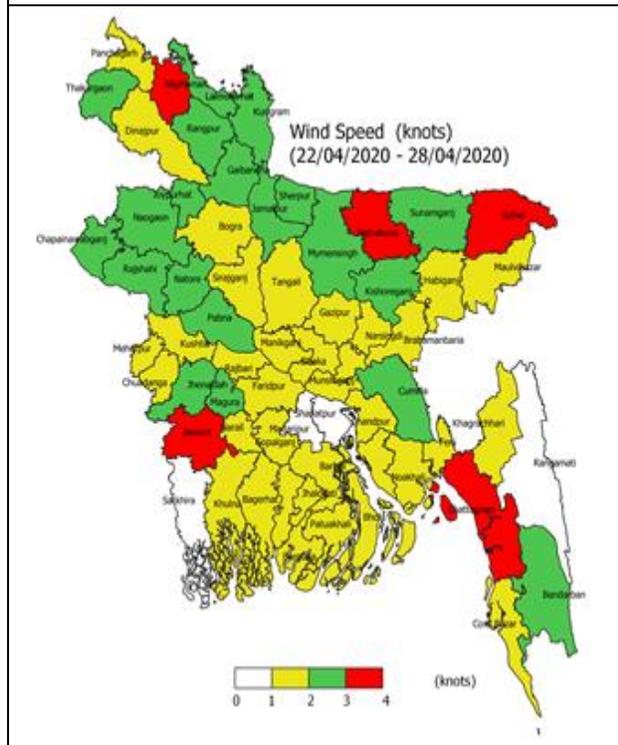
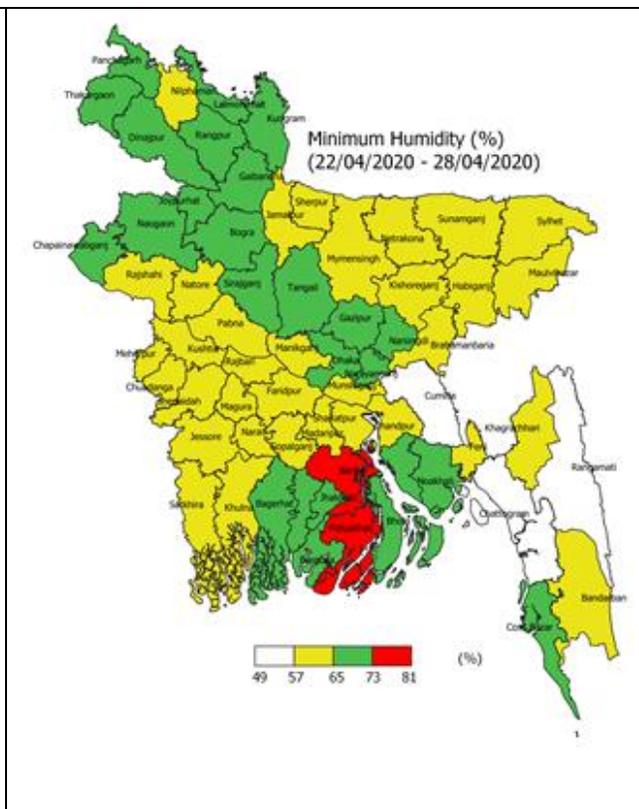
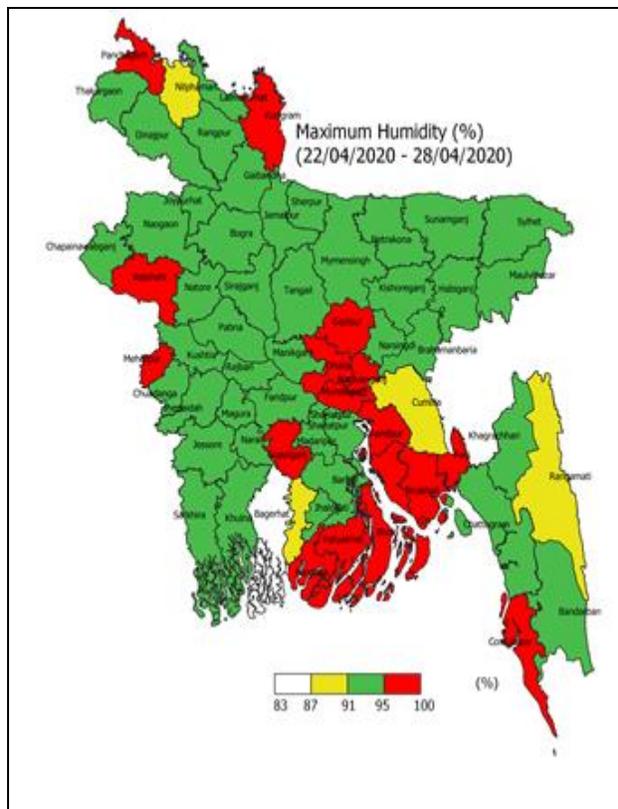
পূর্বাভাসঃ চট্টগ্রাম ও সিলেট অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিজলী চমকানোসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে ।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।

সপ্তাহের শেষে (২৮ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







## আবহাওয়া পূর্বাভাস

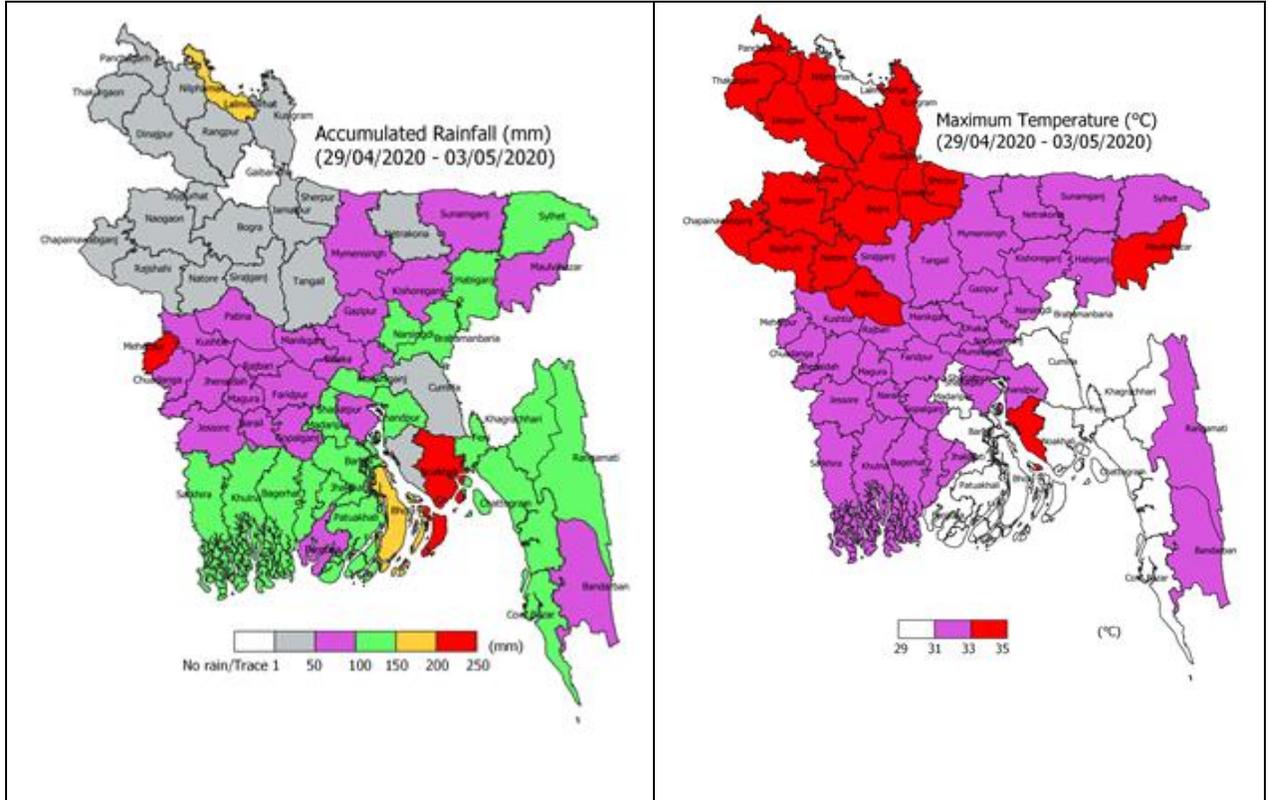
আবহাওয়া পূর্বাভাস ২২/০৪/২০২০ হতে ৩০/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত):

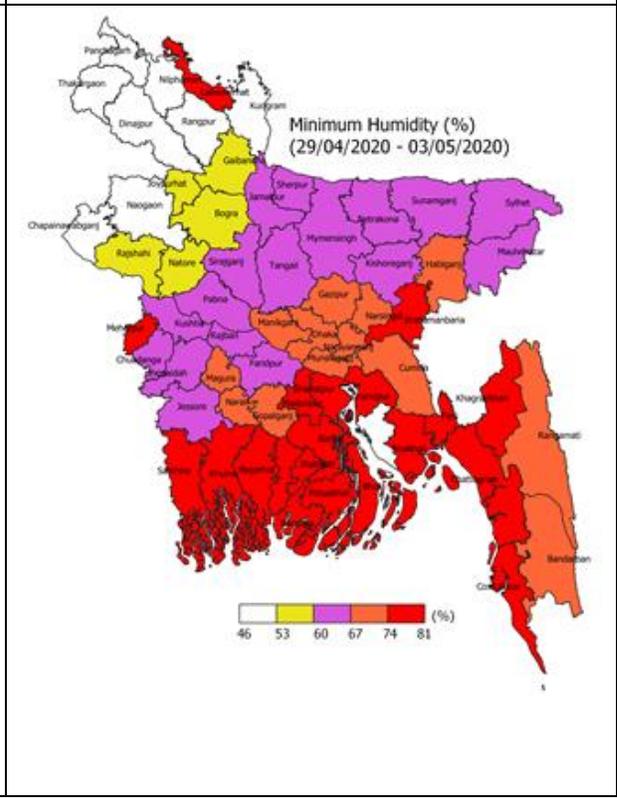
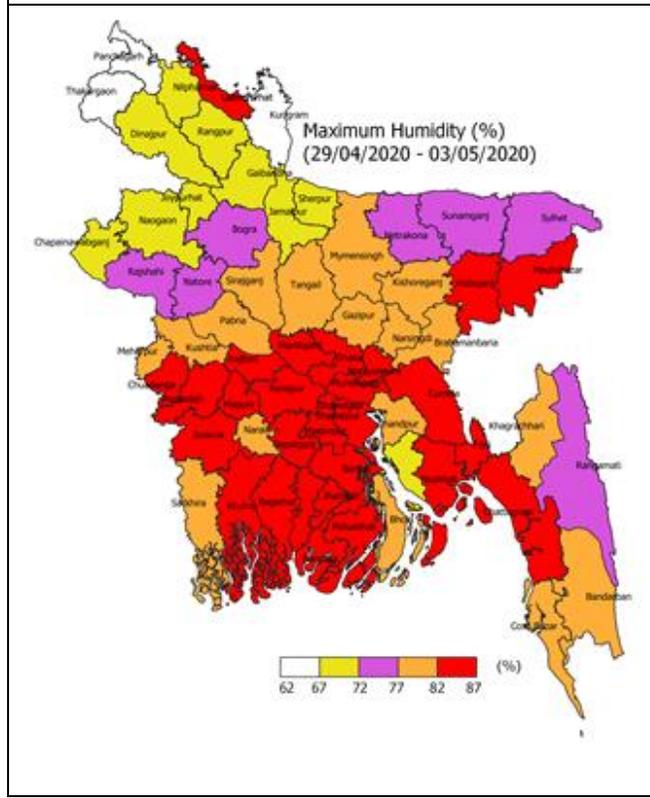
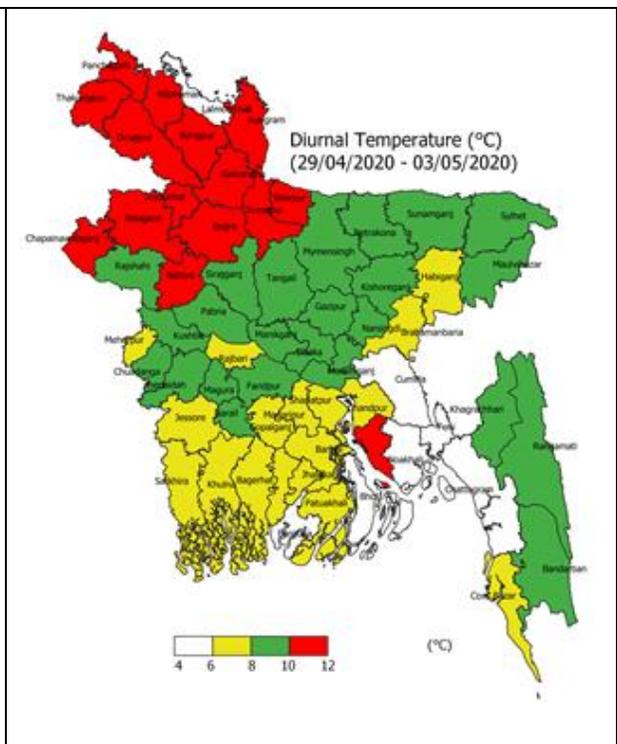
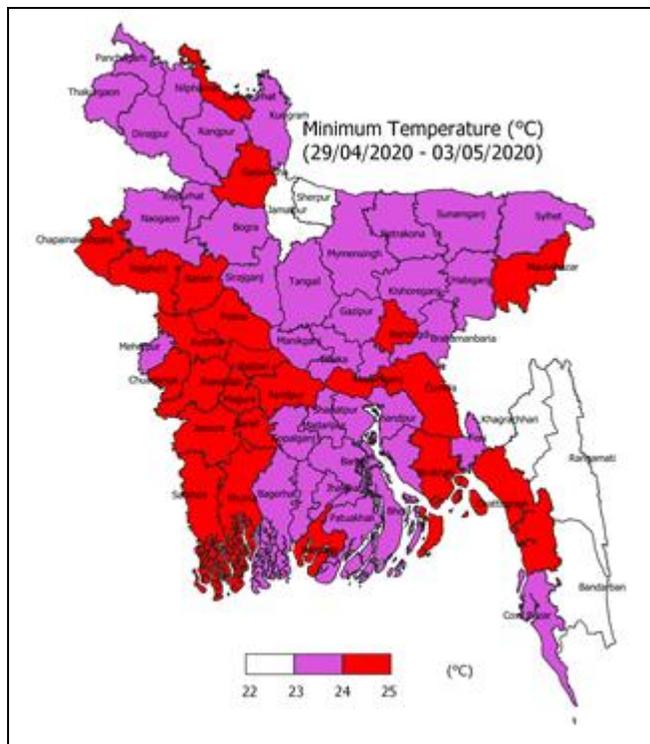
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘণ্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

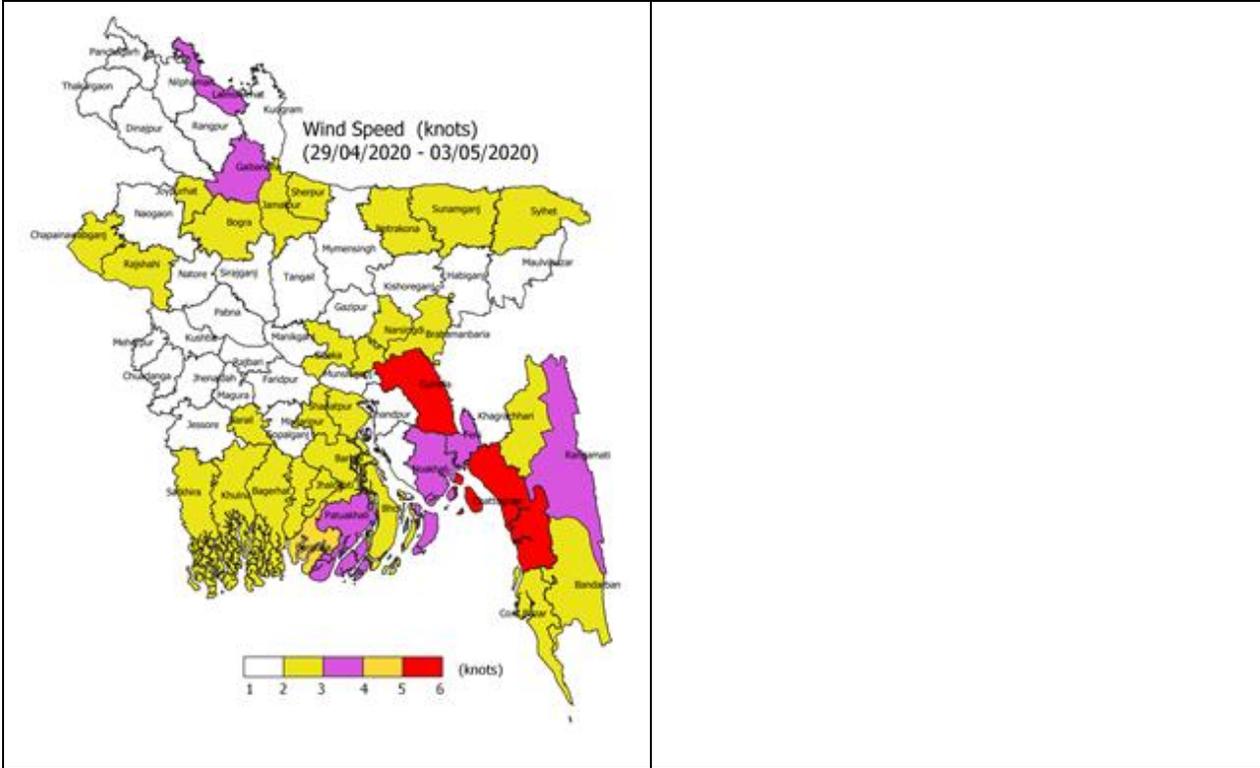
আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে ।

- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে অস্থায়ী দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে । সেই সাথে সিলেট, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) হতে (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) ভারী বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে ।
- এ সময়ে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে ।

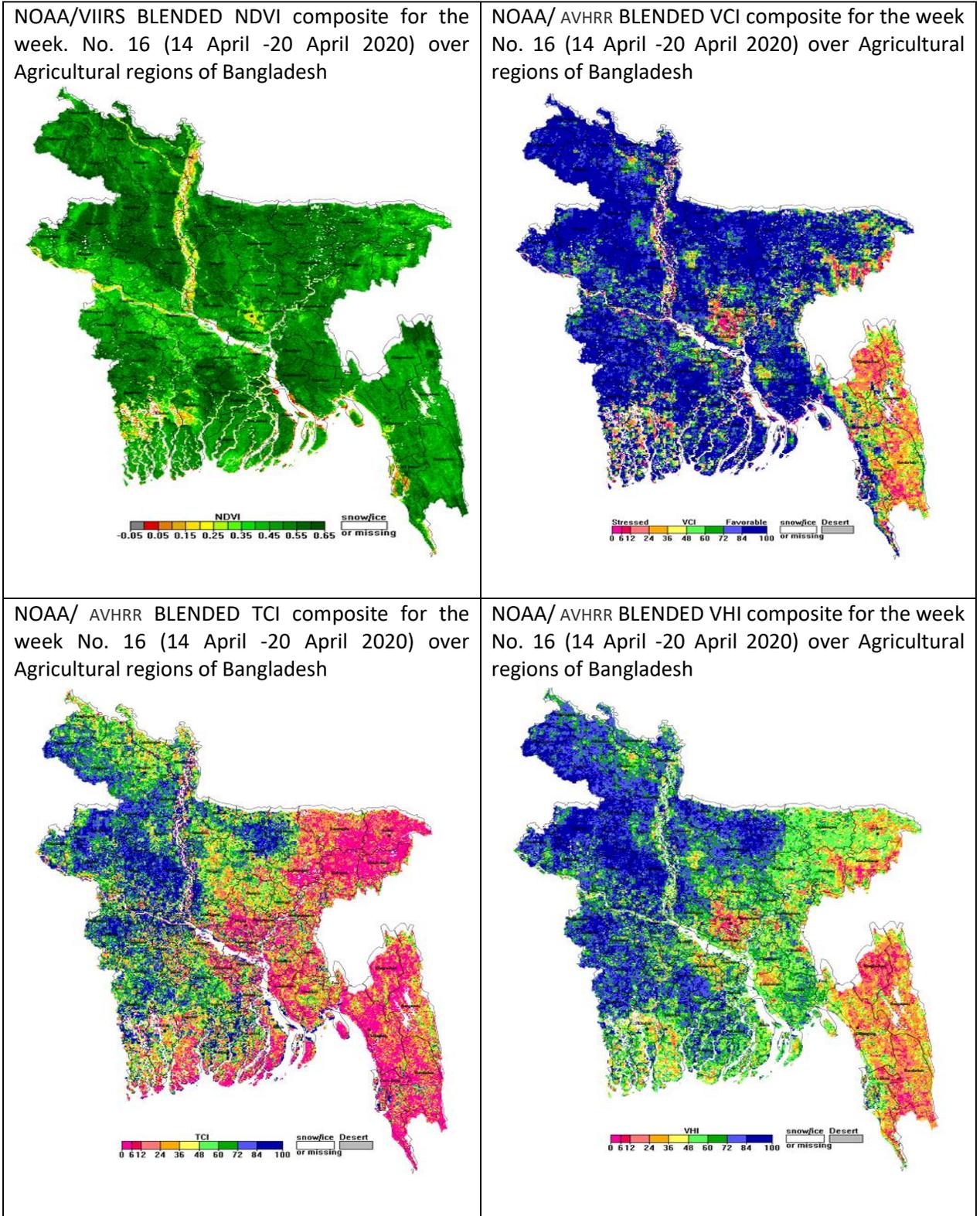
আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৯ এপ্রিল হতে ০৩ মে ২০২০ পর্যন্ত)





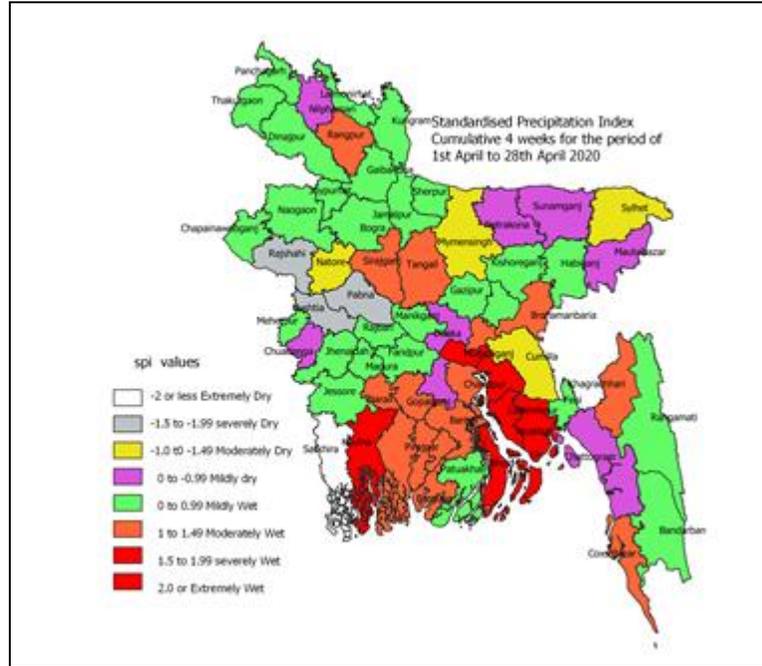


## বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:



## Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহে (এপ্রিল ২০২০) দক্ষিণ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহ অতিমাত্রায় ভেজা পরিস্থিতি ছিল এবং কেন্দ্রীয় অংশ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভেজা পরিস্থিতি ছিল। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলগুলিতে অতিমাত্রায় শুক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল।



ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর